টো কি ও

# চেরী ফুলের উৎসব

*সকল দেশের জন্যই বসন্ত হলো ঋতুরাজ। জাপানে এই সময়ে চেরী ফুল ফোটে এবং চেরী ফেস্টিভ্যালে সবাই আনন্দে মাতোয়ারা হয়*

লিখেছেন **মোঃ তানাকা**

পৃথিবীর প্রথম সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে প্রতি বছর বসন্তের আগমন ঘটে, লুনার ক্যালেন্ডার অনুসারে ১৫ মার্চ। দুনিয়ার ধনী-দরিদ্র সব দেশের মাঝেই বসন্ত হলো ঋতুরাজ। এই বসন্তে ফুল ফোটে, তার সৌরভ থেকে কেউই নিজেকে বঞ্চিত করে না এই পৃথিবীর অধিবাসীগণ।

তবে জাপানি ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী, তাই ক্যামেলিয়ার জাপানি নাম হলো হাগি সুবাকি (Hagi Tsubaki) রোজ বা গোলাপের নাম বাড়া এবং চেরী ফুলের নাম হলো ছাকুরা। এ দেশে ছাকুরা বা চেরী ফুল অত্যন্ত জনপ্রিয় যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এক সময় এই চেরী ফুলের নামানুসারে জাপানের তৃতীয় বৃহত্তম ব্যাংকিং কর্পোরেশন SMBC বা সুমিতমো মিৎসুই ব্যাংকিং কর্পোরেশনের একটি ব্যাংকের নাম ছিলো, ছাকুরা ব্যাংক লিমিটেড। এখনও ছাকুরা ফেন্ডস্ নামক একটি সিকিউরিটিজ কোম্পানির অস্তিত্ব জাপানে রয়েছে। তার সিম্বলে ছাকুরা বা চেরী ফুল বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, চেইন স্টোরের নাম ছাকুরাইয়্যা, ট্যাক্সি কোম্পানির নাম ছাকুরাসহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের নাম ছাকুরা এ দেশে।

জাপান আয়তনে একটি বৃহৎ দেশ। ৩,৬০০ ছোট বড় দ্বীপের সমন্বয়ে জাপান গঠিত। মূলত চারটি বৃহৎ দ্বীপ যথা– উত্তরের হোক্কাইদো, মধ্যভাগ তথা পূর্বদিকের হনসু, শিকোকু কিউসুর সমন্বয়ে এটি গঠিত।

বাংলাদেশের মতো উষাঞ্চল হলো দক্ষিণের ওকিনাওয়া। এখানে শীত ঋতুতে তুষারপাত হয় না। তারপর কিউসু, বসন্তে, এই কিউসু থেকেই চেরী গাছের ডালে পুষ্প মঞ্জুরিত হতে থাকে প্রথমে, তারপর কিন্‌কি বা মধ্য জাপানের ওসাকা নাগোয়্যা অঞ্চলে, এরপর হনসু বা কান্তো বা টোকিও অঞ্চলে চেরী ফুল ফোটে। এবং সর্বশেষে হোক্কাইদোতে চেরী পুষ্প মঞ্জুরিত হয়।

এবার টোকিও অঞ্চলে চেরী ফুল ফুটেছে, নির্ধারিত সময়ের চেয়ে এক সপ্তাহ পূর্বে অর্থাৎ ১৯ মার্চ ২০০২ তে এবং মাঝে মাঝে পসলা বৃষ্টির জন্য স্থায়ী হয়েছে ২৭ তারিখ পর্যন্ত। টোকিও মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের মতে, এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে অতিরিক্ত উষ্ণতার জন্যই এক সপ্তাহ আগামে চেরী ফুলের আগমন ঘটেছে। তাই চেরী বা ছাকুরা উৎসবের আয়োজকগণ বিপাকে পড়েছেন। কারণ তারা তিলোত্তমা টোকিও মহানগরীর সুমিদা নদী তীরের পার্কের চেরী বাগান থেকে শুরু করে উইয়েনো পার্কের চেরী ফুল বাগান, শিনজ্যুকুর ইম্পেরিয়াল গার্ডেন, টোকিও মেট্রোপলিটান গভর্নমেন্ট অফিস বা টোকিও গভর্নরের কার্যালয়ের পাশের চুও বা সেন্ট্রাল পার্কে, শিবুয়ার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা চেরীগাছে জাপানি ঐতিহ্যবাহী মনোরম কাগজের তৈরি চোচিন বা লণ্ঠন জ্বালান। চেরী উৎসবে পার্কগুলোর মাঝে ডাস্টবিন স্থাপন করেন। এবং ডাস্টবিনগুলো বিভিন্ন সেকশনে ভাগ করেছেন যেমন কাগজ এবং আগুনে জ্বলে এবং দ্রব্যের জন্য নির্ধারিত, পেট বোতল এবং প্লাস্টিক ক্যান বা মেটাল জাতীয় দ্রব্যের জন্য নির্ধারিত প্রভৃতি। এছাড়া মোবাইল টয়লেটের ব্যবস্থাও করে থাকেন। এবং কড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থাও থাকে। এছাড়া পুলিশের পাশাপাশি সিকিউরিটি কোম্পানিগুলোর ভলেন্টিয়ার গ্রুপও সক্রিয় থাকে। ফায়ার সার্ভিস, এম্বুলেন্স সব সময় ফেস্টিভ্যালে স্ট্যান্ডবাই থাকে। চেরী ফুল উৎসবের আয়োজকগণ প্রায় সকলেই চেরী গাছের নিকটবর্তী শপকিপারগণ হয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, বড় বড় শপিংমল কোম্পানিও এগিয়ে আসে চেরী উৎসবের স্পন্সর হয়ে। তবে আমাদের দেশে যুবসমাজ সব উৎসবেই আয়োজকের অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। এ দেশে শুধুমাত্র ব্যান্ডের গান ও ডিসকোতে ডান্স ছাড়া এদের দেখা পাওয়া মুস্কিল, তবে অংশগ্রহণে পিছ পা নেই।

*টোকিওর সুমিছা পার্কে নাওকোর সাথে লেখক*

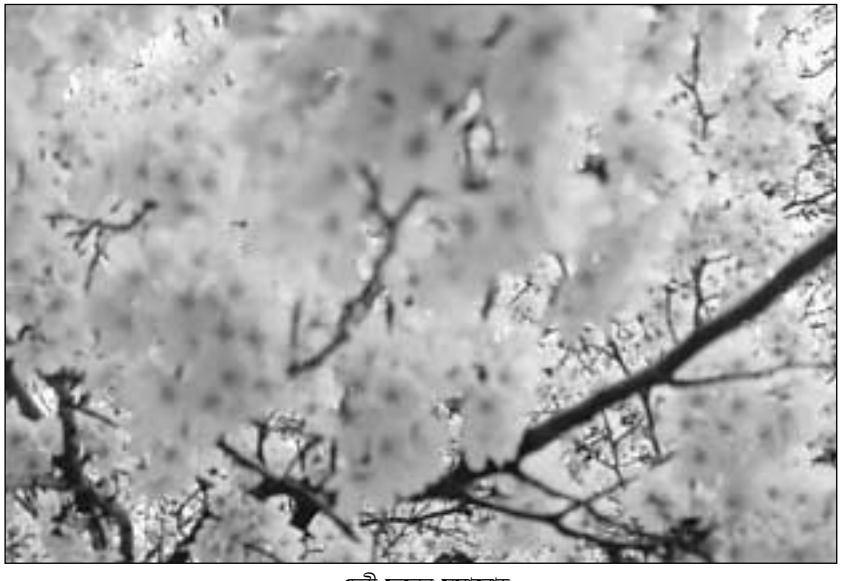

*চেরী ফুলের সমারোহ*

*সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে প্যারিসে বিক্ষোভ*

প্যা । রি । স

# সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ হোক

***সম্প্রতি প্যারিসে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়***

গত ১৪ মার্চ ফ্রান্স বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরের সামনে ফ্রান্স বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদস্বরূপ এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত বিক্ষোভ মিছিলে সর্ব ইউরোপের শত শত ঐক্য পরিষদের কর্মী অংশগ্রহণ করে দাতা গোষ্ঠীর মাধ্যমে অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ করে চিহ্নিত ব্যক্তিদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করার জন্য আহ্বান করা হয়। এবং পরে ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে দাতা গোষ্ঠীকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

**পিনু বড়ুয়া**
**প্যারিস, ফ্রান্স**

## সা য় তা মা কে ন

# শ্রমের মূল্য

*আমাদের দেশে এটা বিশ্বাস করা যায় না কিন্তু জাপানে এটাই স্বাভাবিক ঘটনা*

নতুন বাসা নিতে হ'ল পুরাতন বাসা ভেঙে ফেলবে সে কারণেই। যদিও আমাদের জাপানে যাবার ইচ্ছে জুলাই পর্যন্ত, তবুও মাথা গোঁজার আশ্রয় চাই। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি অর্থাৎ পরিচিত জন এবং ব্রোকারদের কাছে দৌড়াদৌড়ি। উল্লেখ্য, জাপানে বাসা নিতে হলে প্রচুর পরিমাণ পয়সা অগ্রিম দিতে হয় এবং অল্প কিছু পয়সা ছাড়া ফেরত পাওয়া যায় না বাকি পয়সা। বাসা ভাড়া নিতে হয় মূলত ব্রোকারদের মাধ্যমে। সঙ্গে জাপানিজ কারো গ্যারান্টি অথবা যেখানে কাজ করি তাদের অর্থাৎ ঐ ফ্যাক্টরির গ্যারান্টি লাগে। শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেতে বাসা পেলাম এবং বাসার কাগজপত্র ঠিক করে অর্থাৎ অগ্রিম জমা দিয়ে বাসায় উঠলাম। কিন্তু গন্ডগোল বাধল সেদিন, যেদিন দেখলাম প্রচন্ড বৃষ্টির কারণে বাসায় পানি পড়ছে চুইয়ে চুইয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ফুডোসান অর্থাৎ ব্রোকারকে ফোন করলাম এবং জানালাম পানি পড়ছে। ফুডোসান এলেন এবং বললেন, মালিকের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেবেন। পরদিন মালিক এলো বাসা পরিদর্শনে, সঙ্গে দেশে কাঠমিস্ত্রিরা যে ধরনের ব্যাগ ব্যবহার করে সেরকম ব্যাগ হাতে নিয়ে। ব্যাগে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি অর্থাৎ বাসা মেরামত করতে যা কিছু লাগে। প্রথমে বাসার ইলেকট্রিক সকেটগুলো ঠিক করলেন নিজেই। পানির লাইনে কিছুটা প্রবলেম ছিল নিজেই ঠিক করলেন এবং ছাদে উঠে একা একাই বৃষ্টির পানির সঞ্চালনের পথ পরিষ্কার করে আমাদের বলে চলে গেলেন। উল্লেখ্য, এখন আর বৃষ্টির পানির ঝামেলা নেই আমাদের। ঐ দিন মালিককে দেখে ভাবলাম আমাদের দেশ হলে কি হতো? ভাড়াটিয়া প্রথমে বাড়ির মালিকের কাউকে বলত, তারপর ঐ জাতীয় কেউ মালিককে বলত এবং মালিক পরে রিপেয়ারিং করার লোকজনকে ডাকতো এবং এটাও হতো মালিকের কাছে রিপোর্ট করার পর। উল্লেখ্য, প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়াদের দায়ী করা হতো ছাদের পানি লিকেজের কারণে। আমরা যে বিল্ডিং-এ থাকি সেটি দ্বিতল বিশিষ্ট এবং মোট অ্যাপার্টমেন্টের সংখ্যা ৩০টি। এ দেশে এ জাতীয় বাসার মালিকদের প্রায় জমিদার শ্রেণীর মনে করা হয়। অথচ দেখুন একজন জমিদার শ্রেণীর লোক নিজের কাজ করতে এতটুকু কার্পণ্য করেনি। এবং আমাদের কাছে বার বার দুঃখ প্রকাশ করে গেছে সঙ্গে এও বলেছে, আমরা চাইলে আমাদের রুম চেঞ্জ করে নিতে পারি।

**Debashis Chanda, Art Mansion, Room 211, Sakura Cho 6-9-31, Post Code 3340001, Hatogaya Shi, Saitama Ken, Japan**

## রি য়া দ

# রাইটার্সের একুশ উৎসব

রিয়াদস্থ সাহিত্য সংগঠন বাংলা রাইটার্স ফোরামের বিভাগীয় সম্পাদক আমিনুর রহমানের ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে রাইটার্স পরিবার ভাষা আন্দোলনের সেই বিখ্যাত দিন ২১ শে ফেব্রুয়ারির ৫০তম দিবস পালনে গত ১ মার্চ



*অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছেন রিয়াদের ক্ষুদে নৃত্যশিল্পী মীনা*

রিয়াদের উপকণ্ঠে রিয়াদ প্রবাসী সুধীজনদের নিয়ে এক স্মরণীয় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রদূত মাহবুব আলম। অনুষ্ঠানে ভাষা আন্দোলন ও তার বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা করেন রাইটার্সের উপদেষ্টা সম্পাদক ফখরুল বাসার মাসুম, নির্বাহী সম্পাদক খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, বিশিষ্ট ব্যাংকার মীযানুর রহমান এবং প্রধান অতিথি মহামান্য রাষ্ট্রদূত মাহবুব আলম। আলোচনা পর্বটি উপস্থাপনা করেন রিয়াদের স্বনামধন্য লেখক, কবি এবং রাইটার্স সম্পাদক শাহ্‌জাহান চঞ্চল। আলোচনা শেষে রিয়াদের বিশিষ্ট মহিলা ব্যক্তিত্ব ও কবি মিসেস মিলি বাসারের সুন্দর উপস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রকৌশলী জায়েদ ফরিদ ও মোহাম্মদ সেলিমের ব্যবস্থাপনায় শিশু-কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে সাজানো একুশের গান, নাচ আর কবিতায় এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সত্যিই রূপ নেয় এক অনাবিল মাদকতায়।

**মোহাম্মদ তুহিন, রিয়াদ, সৌদি আরব**

## টো কি ও

# লেখক ফোরামের একুশ উদ্‌যাপন

টোকিওতে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সাংবাদিক ও লেখক ফোরাম জাপান একুশের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করে। ভাষা শহীদদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে শুরুতেই এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর শুরু হয় মহান ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় বিভিন্ন আলোচনা। ফোরামের সাধারণ সম্পাদক প্রবীর বিকাশ সরকার, সভাপতি সুমন রহমান, সহ-সভাপতি কাজী ইনসানুল হক, সহ-সাধারণ সম্পাদক বাকের মাহমুদ ছাড়াও আরিফ মাসুদ ববি, আব্দুল আলীম, বদরুল বোরহান, অজিত হালদার, আবু এনাম, ছবুরুজ্জামান প্রমুখ একুশ ছাড়াও নানা বিষয়ে আলাপচারিতায় ব্যস্ত থাকেন। টোকিও প্রবাসী ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটনও একুশের শ্রদ্ধা জানাতে অনুষ্ঠানে চলে আসেন।

**ইয়াজদান হক ইনান, টোকিও, জাপান**

*একুশের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে কয়েকজন*

## বো । জে । ন

# একটি নতুন আশার আলো

*বর্তমানে এ দেশে বাংলাদেশীদের সংখ্যা ৫০ হাজারের কম নয়। এই বিশাল জনগোষ্ঠী দেশের খবরা-খবরের জন্য সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশী পত্র-পত্রিকার ওপর নির্ভরশীল*

ইউরোপ, ইংল্যান্ডের পরেই ইটালিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংখ্যা সর্বাধিক। একটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বর্তমানে এ দেশে বাংলাদেশীদের সংখ্যা ৫০ হাজারের কম নয়। এই বিশাল জনগোষ্ঠী দেশের খবরা-খবরের জন্য সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশী পত্র-পত্রিকার ওপর নির্ভরশীল। কারণ ইটালিতে এখনো উল্লেখযোগ্য কোনো বাংলা প্রিন্ট মিডিয়া গড়ে ওঠেনি। যেমনটি গড়ে উঠেছে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায়। ইটালিতে মূলত ব্যাপক বাংলাদেশীর আগমন '৯০-এর দশকে। ফলে তখন থেকেই এখানে অবস্থানরত সবাই বাংলাদেশী দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার ওপর নির্ভরশীল। এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশীরা সরাসরি দেশের দৈনিক পত্রিকার চাইতে ইন্টারনেট পত্রিকার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে বেশি। বিশেষ করে রাজধানী রোমের পিয়াচ্ছা ভিকটোরিয়াতে (বাঙালিপাড়া) প্রতিদিন সকালে ইন্টারনেট পত্রিকা হাতে বাঙালি হকারদের ভোক্তাদের কাছে যেতে দেখা যায়।

এই সুযোগে ইন্টারনেট পত্রিকা বিক্রয়কে পেশা হিসেবেও নিয়েছেন অনেকে। নবাগত ব্যবসায়ীরা রাতে কম্পিউটার থেকে কপি বের করে সারা রাত ফটোকপি ও বাইন্ডিং-এর কাজ করে। যাতে সকাল হতে না হতেই ভোক্তাদের হাতে দেশের গরম-গরম তাজা খবর তুলে দেয়া যায়। ইন্টারনেট ইটালিতে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের দৈনিক পত্রিকার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হলেও সাপ্তাহিক পত্রিকার ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণরূপে দেশের পত্রিকার ওপর নির্ভরশীল। (বিচিত্রা অধুনালুপ্ত) বন্ধ হবার পর সাপ্তাহিক পত্রিকার পাঠক সামাজ তৃষ্ণাকাতর এক চাতকে পরিণত হয়। দিন যায়, মাস যায় কিন্তু অপেক্ষার প্রহর শেষ হয় না। এমনি এক দমরুদ্ধ পরিবেশে সাপ্তাহিক ২০০০ আসে বাজারে। দেশের পাঠক-পাঠিকাদের মতো আমরা প্রবাসীরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

শিশু ২০০০-এর শরীর থেকে আতুড়ের গন্ধ যেতে না যেতেই সে পরিণত হয় সর্বজন নন্দিত একটি আদর্শ সাপ্তাহিকে। সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী ও তার সাহসী সহযোগী একদল পরীক্ষিত সাংবাদিক নিরপেক্ষ আধুনিক যুগোপযোগী ও মননশীল লেখা দিয়ে প্রবাসের বিশাল পাঠক সমাজকে মুগ্ধ করে তোলে। ইতিমধ্যে প্রবাস জীবন বিভাগে ইটালি বিশাল জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করে লেখিকা ইফ্ফাত আরা, মানিক চৌধুরী, রেজাউল করিম মৃধা, ইসহাকুর রহমান পলাশ, জাকিয়া সুলতানা লীজা প্রমুখদের লেখার মাধ্যমে ইটালিতে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ইটালিতে যে পরিমাণ সাপ্তাহিক ২০০০ আসে তা এই বিশাল পাঠক সমাজের জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং ইটালির জন্য কোটা বৃদ্ধি এবং এখানে পত্রিকার স্থায়ী প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যাপারটা বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

**Sk. Mohitur Rahman Bablu, Mulgasse-16**
**39040 Tramin, Bozen, Italy**

## ব্রু । না । ই

# একুশ উৎসব উদযাপন

অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে চীনসাগরের তীরের ছোট্ট দেশ ব্রুনাই দারুসসালামে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিসব উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ব্রুনাইস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কবিতা পাঠের আসর ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ব্রুনাইতে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও ডা. মজিবুর রহমানের সর্বাত্মক আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ হাইকমিশন কর্তৃক আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সকাল ৯টায় বিপুল সংখ্যক শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রবাসে বাংলাদেশী কোমলমতি শিশু-কিশোরদের হাতে আঁকা বাংলাদেশের ঐতিহ্য, প্রকৃতি, মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, শিশু অধিকার, শিক্ষাসহ নানা বিষয়ক চিত্র উপস্থিত দর্শকদের বিশেষভাবে বিমোহিত করে। এরপর শুরু হয় আলোচনা পর্ব। ডা. সেলিম , অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ডা. শাহ আলম, ড. আকবর আলী প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। কবিতা পাঠ করেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ড. রশিদ, নাহিদসহ আরো অনেকে। এরপর শুরু হয় মহান একুশ স্মরণে সমবেত কণ্ঠে একুশের গান। বাংলাদেশ কম্যুনিটির সকল শিল্পী-কলাকুশলী প্রাণবন্ত মনোজ্ঞ সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।

*ব্রুনাইতে বাংলাদেশ কম্যুনিটির শিল্পীরা সমবেত কণ্ঠে একুশের গান পরিবেশন করছে*

**Mirza Zakir, 10, Hj Daud Complex,**
**Jalan Gadong, Brunei,**
**mirza_zakir@hotmail.com**

## প্যা । রি । স

# অপারেশন লাদেন

*লাদেন অপারেশনে সারা বিশ্বই তৎপর। তবে তার অবস্থান এখনো অনিশ্চিত*

সম্প্রতি আফগানিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পঙ্গুত্বের মূল কারণ হচ্ছে ওআইসি'র ব্যর্থতা। ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন টুইন টাওয়ার ধ্বংসে অভিযুক্ত হবার পর ওআইসি যদি লাদেন ও মোল্লা ওমরকে নেদারল্যান্ডের নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের জন্য হাজির করতো তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে এত বড় ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাবার অজুহাত পেতো না এবং প্রয়াস খুঁজলেও বিশ্ব বিবেক তখন বাধা দিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সাম্প্রতিক আফগানিস্তান অভিযানকে নাম দিয়েছে অপারেশন লাদেন। অপরারেশন লাদেন নামে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পোস্টারিং হয়েছে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সের টিকিটে সম্প্রতি কৌশলগতভাবে প্রকারান্তরে লাদেন মারার ট্যাক্সের ছদ্ম বরণের মাধ্যমে ব্যাপক চাঁদাবাজি চলছে। অথচ লাদেন আছে কি নেই তা এখনও স্পষ্ট নয়। লাদেন জীবিত কি মৃত তালেবান নেতৃবৃন্দ বা ওআইসি এখন তা জানলেও বলবে না। কিছুটা হলেও ইমেজ রক্ষার্থে তারা এখন এটা গোপন রাখবে। কেননা, আফগানিস্তানে এতো বড় অভিযানের পরও লাদেন ও মোল্লা ওমরকে খুঁজে বের করতে অক্ষম হওয়া সিআইএ ও এফবিআই-এর এক মারাত্মক ব্যর্থতা। লাদেন আফগানিস্তানে প্রথম আসে ১৯৭৯ সালে। মোল্লা ওমর প্রথম দৃশ্যপটে আসে একটি খুনের মাধ্যমে। লাদেন ইসলামী বিশ্বের সার্বিক সহযোগিতা ও সমর্থন না পাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে লাদেন আরব রাষ্ট্রগুলোর বর্তমান সরকারসমূহকে উৎখাত করতে আগ্রহী এবং এরপর এসব রাষ্ট্রে আফগানিস্তানের অনুরূপ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে তার প্রথম পরিকল্পনা ছিল মধ্যপ্রাচ্য থেকে মার্কিন সৈন্য হটানো। সৌদি আরব সরকার লাদেনের বিরুদ্ধে অস্ত্র চোরাচালানের অভিযোগ এনে তার নাগরিকত্ব বাতিল করলে লাদেন প্রথমে সুদানে এসে আশ্রয় নেয়। লাদেন ১৯৯৫ ও '৯৬ সালে সৌদি আরবে আমেরিকান স্থাপনায় গাড়ি বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত বলে সৌদি আরবের অভিযোগ রয়েছে। লাদেন '৯১ সাল থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত সুদানে ছিলেন। সুদান থেকে লাদেনকে বহিষ্কারের পর লাদেন '৯৬-এর মে মাসে আফগানিস্তানে আসে প্রায় স্থায়ী বসবাসের জন্য।

*ওসামা বিন লাদেন*

**মোঃ জাহাঙ্গীর খান বাঙ্গালী**

**141, Rue D`Alesia, 75014-paris, France**

## রো । ম

# বিষয় : আর্সেনিক

*বাংলাদেশের আর্সেনিক সমস্যার ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়*

সম্প্রতি ইটালির রোমে মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর সমিতির আয়োজনে বাংলাদেশের আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর ওপর এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল ফারাক্কা কমিটির নিউইয়র্ক শাখার সহসভাপতি সাঈদ টিপু সুলতান। সভাপতিত্ব করেন মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আইয়ুব খান প্রিন্স। বিশেষ অতিথি হিসেবে সেমিনারে আসন গ্রহণ করেন বাংলাদেশ সমিতির সভাপতি জিএম কিবরিয়া, ফাও এর বিশিষ্ট কর্মকর্তা ডা. এ. আর লসকর, বাংলাদেশ দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইটালি শাখার সভাপতি মাহতাব হোসেন, বিএনপি ইটালি শাখার সংগ্রামী সভাপতি জাকির হোসেন, বাংলাদেশ সমিতির সাবেক সভাপতি কে এম লোকমান হোসেন। আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে যারা অবধারিত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে তাদের জীবন রক্ষার্থে ইটালি প্রবাসীদের পক্ষ থেকে আমরা কোন ধরনের সহযোগিতা করতে পারি সে বিষয়ের ওপর গুরুত্বপুর্ণ বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের আহ্বায়ক গাজী মশিউর রহমান। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি আর্সেনিক দূষণমুক্ত পানির ওপর প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে পদ্ধতি পর্যালোচনা এবং শতাব্দীর ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের ওপর ভিডিও প্রজেক্ট দেখানো হয়।

**ইমদাদুল হক মৃধা**

**মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর সমিতি, রোম, ইটালি**

## সা । ফা । ত

# বর্ণমালার একুশে পদক

*বর্ণমালার মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান*

২৮ ফেব্রুয়ারি কুয়েতস্থ রুমাইথিয়া গালফ ইংলিশ স্কুল অডিটরিয়ামে বর্ণমালা সাংস্কৃতিক সংসদ মহান একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, একুশে পদক বিতরণ এবং একক ও বৃন্দ আবৃত্তির আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে কুয়েতে অবস্থানরত ১২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনকে নিজস্ব জুরিবোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একুশে পদকের মাধ্যমে সম্মাননা প্রদান করা হয়। প্রদকপ্রাপ্তরা হলেন– সফল কূটনীতিবিদ রাষ্ট্রদূত আমিনুল হোসেন সরকার, কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাস। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য কবি ওমর ফারুক জীবন, কবি মির্জা স্বপন, কবি ও লেখক রফিকুল ইসলাম ভুলু, লেখক, কবি, সাংবাদিক ও চিত্রশিল্পী, জাহাঙ্গীর হোসেন বাবলু, ক্রীড়াঙ্গনে বিশেষ অবদানের জন্য সরদার আখতার হোসেন বাবুল, সমাজ সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য মোঃ হোসেন, দেশীয় পণ্য আমদানি ও বাজারজাতকরণে বিশেষ অবদানের জন্য এমলাক, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে বিশেষ অবদানের জন্য অঙ্কুর সাংস্কৃতিক অঙ্গন। নৃত্যে ফরিদ উদ্দিন, সঙ্গীতে মিস সোমনুর কোনাল মনির, মিস্ নাবিলা খালেক চৌধুরী, প্রকাশনায় বিশেষ অবদানের জন্য ম. মোস্তফা। প্রতিটি পদক বিতরণের পর একুশের কবিতা ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করা হয়। আবৃত্তিতে ছিলেন বাবুল আখতার নূর, মোকাররম হোসেন সন্ধীপি, সবুজ মোল্লা, ফকরুল আলম, মালেক দোহারী, নাসির উদ্দিন, জেবিন ইসলাম লিজা, নায়েল ইসলাম নীতা, জুয়েল ও জাহাঙ্গীর। সঙ্গীতে কোনাল, নাদিয়া, নাবিলা, শফিক, পেট্রিক গোমেজ, রানীয়া, দোদুল, তানমি, জিয়াউদ্দিন, অহিদ, সাকিল, মিথুন প্রমুখ।

**জাহাঙ্গীর হোসেন বাবুল, কুয়েত**